তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

বাবুগঞ্জে যেভাবে পরীক্ষা হচ্ছে–

শাহীনা আজমীন, *বাবুগঞ্জ থেকে ফিরে*

এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে বাবুগঞ
উপজেলা উপকেন্দ্র এবং মাদ্রাসা কেন্দ
দেখে মনে হচ্ছিল পরীক্ষা নয়, যে
নকলের আয়োজন।

বাবুগঞ্জের স্কুলগুলো থেকে পরীক্ষায় অং
নিলে পাস করা সহজ এ কথা সবার জানা
এ কারণে বাবুগঞ্জের বাইরের এলাক
থেকেও অসংখ্য পরীক্ষার্থী ওই উপজেল
থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকে
প্রতিবছর ওই কেন্দ্রগুলোতে নকল করাবে
কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে
গতকাল রোববার একদল সাংবাদিব
কেন্দ্রগুলোতে খবর সংগ্রহের জন্য গিয়ে
দেখেন একই চিত্র। নকল চলছে সমান
তালে। বাবুগঞ্জ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যাল
কেন্দ্রের ৭৫৪ জন পরীক্ষার্থীকে বসানে
হয়েছে গাদাগাদি করে। কোন বেঞ্চে ৫
জন। কোথাও ২ জন। বেঞ্চের আকার
ছোট। প্রধান শিক্ষক জানালেন
পরীক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত স্থান না থাকায়
ওই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
অতিরিক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদাভাবে
টিনশেড ঘর তোলা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের
প্রায় সবার হাতেই ছিল বইয়ের ছেঁড়
পৃষ্ঠা। পরিদর্শকদের সেদিকে কোন নজর
নেই। ইনভিজিলেটর এবং ভলান্টিয়াররা
ব্যাজ পরে ঘুরছেন হলের মধ্যে। বিভিন্ন
স্কুলের শিক্ষকদের দেখা যায় হলের মধ্যে
ঘোরাফেরা করতে। একজন ম্যাজিস্ট্রে
(টিএনও) ৫টি কেন্দ্র-উপকেন্দ্রের দায়িত্বে
থাকায় পরিদর্শকদের জন্য তা হয়েছে
পোয়াবারো। খানপুরা কেন্দ্রেও একই
চিত্র। সাংবাদিকদের দেখে সতর্ক হওয়া
দ্রুত সংকেত দেয়া হয় পরীক্ষার্থীদের। ওই
কেন্দ্রের সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষে
রেফার্ড পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা
করা হয়েছে। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ওই
ব্যবস্থা, জানালেন পরিদর্শক। হল সুপার
আবুল খায়ের প্রায় তেড়ে এলেন
সাংবাদিকদের দেখে। তার দাবি হল
সুপারের অনুমতি ছাড়া সাংবাদিকরা কেন্দ্রে
ঢুকতে পারবেন না। তার ইন্ধনে
পিএসআই মিলন সাংবাদিকদের খবর
সংগ্রহে বাধা দেন। প্রধান কেন্দ্র হলেও
খানপুরা স্কুলে তখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন
না। পরদর্শকরা জানালেন, ম্যাজিস্ট্রে
স্বল্পতার কথা। বেলা ১২টায় দাখিল কেন্দ্রে
পৌছলে শিক্ষক পরিদর্শরা যেন মরিয়া হয়ে
ওঠেন। তারা প্রায় চিৎকার করে পত্রিকার
নাম ধরে পরীক্ষার্থীদের সাবধান হতে
বলেন। তবুও সতর্ক হতে পারেনি তারা
সবার হাতে ছিল নকলের কাগজ।
বই ছিল অনেকের টেবিলের ওপর
পরিদর্শক মাসুম মুকুল এবং মোঃ আকমল
হোসেন যেন সুযোগ খুঁজছিলেন। দ্রুত
তারা ২ জনকে বহিষ্কার করেন। তাদের
কঠোর নির্দেশে মুহূর্তের মধ্যে নকলের স্তূপ
জমে যায় কক্ষের মধ্যেই। বস্তায় ভরা হয়
সাংবাদিকদের সামনে। ওই কেন্দ্রে
আলাদা টিনশেড তুলে বসার ব্যবস্থা হয়
শিক্ষকদের। সেখানে গিয়ে দেখা যায় ৫
জন শিক্ষক 'নকল' তৈরি করছেন
পরীক্ষার্থীদের জন্য। সাংবাদিকদের দেখে
তারা ভড়কে যান। পরে তারা ওই কেন্দ্র
থেকে পালিয়ে যান।

অনেকদিন পর দাউ পরিবেশে এসএ

য় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আইএমআইটি-তে
এ এবং বিএসসি (অনার্স) ইন কম্পিউটার সায়েন্স
ামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
যোগাযোগের ঠিকানা
এমআইটি
, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা-১২১৫
: ৯১৩২২৮৭।

রপুর কলেজে অনার্স ও পাস কোর্সে ভর্তি

পুর কলেজে ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান ও
িটিং-এ অনার্স এবং বিএ/বিএসএস/বিকম (পাস)
র্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
যোগাযোগের ঠিকানা
পুর কলেজ
শন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, ফোন : ৮০১৪৮২৩।

এএমআইই পরীক্ষা আগামী ১৯ মে

নিয়ার্স ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর মার্চ,
০১ টার্মের এএমআইই পরীক্ষা ১৯ মে, ২০০১ থেকে
হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনপত্র জমা
ার শেষ তারিখ ২৭ মার্চ। লেট ফি'সহ আবেদনপত্র
া দেয়ার শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল।

চলেছে। ...
গাছ যেন ফুলের অক্ষরে চিঠি লি
ভাসিয়ে দিচ্ছে। কে জানে সে চি
বন-কুমারের কাছে গিয়ে পৌছবে
সারাটা আকাশে পাংশুটে মেঘের
বর্ষার এমন দিনে গ্রামের চাষীদে
না। তারা গল্প-গুজবের জন্য মো
হয়েছে। গল্পে আর গানে তারা
আনন্দময় করে তুলেছে। কেউ ব
কেউ বা দড়ি পাকায়। আবার
সুন্দর করে ফুল তোলে। বর্ষা
সারিন্দা তৈরি করছে গায়েন।
সকলের মাঝখানে বসে আমীর
করছে। এমন বাদল দিনে রূপ
কেড়ে নেয়। নানা রকম গল্প
কেটে যায়। গ্রামের বউদেরও
তারা বেড়ায় দড়ি বেঁধে সমুদ্রক
কেউবা গভীর অনুরাগে নকশ
বুনছে। তাদের বুকের মাঝে
রঙিন সুতার টানে ভাষা পায়।
ডাকছে, অঝোর ধারায় অবিরল
বাঁশবন নুয়ে পড়ছে। এমন ঘন
যেন প্রিয়জনের কাছে ছুটে যে
'আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছ
বেণু বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ
বলা বাহুল্য, এভাবে কবির দরা
অপূর্ব রূপশ্রী বিধৃত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
টাংগাইল সদর, টাংগাইল

স্মারক নং এলজিইডি/উঃপ্রঃ/টাস-১৪৯ তারিখ : ০৫/০৩/২০০১ ইং

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নং-০৬/২০০০-২০০১

এতদ্বারা ২০০০-২০০১ সনে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি (বাতিল ইউপি) ও এডি
প্রকল্পের আওতায় ০৫ (পাঁচ)টি স্কীম বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডির তালিকাভু
ও হাল নাগাদ নবায়নকৃত যোগ্য ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে
২৯১১ নং টেন্ডার ফরমে সীলমোহরযুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। দরপ
আগামী ০২-০৪-২০০১ ইং তারিখে বেলা ৩-০০ ঘটিকা পর্যন্ত গ্রুপ নং-
বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা-এর কার্যালয় ও গ্রুপ নং-১সহ সকল গ্রুপের দরপ
জেলা প্রশাসক, টাংগাইল/পুলিশ সুপার, টাংগাইল/নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি
ংগাইল/উপজেলা প্রকৌশলী দেলদুয়ার ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে রক্ষি
টন্ডার বাক্সে গ্রহণ করা হইবে এবং ঐদিনই বেলা ৩-০০ ঘটিকায় উপস্থিত টেন
াতা/তাহার প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) টেন
খোলা হইবে। টেন্ডার দলিলাদি উপরে উল্লেখিত কার্যালয়সমূহ হইতে নির্ধা
গদ মূল্যে (অফেরতযোগ্য) আগামী ০১-০৪-২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত অ
লাকালীন সময়ে ক্রয় করা যাইবে। টেন্ডার গ্রহণের দিন কোন টেন্ডার দলিল
বিক্রয় করা হইবে না। টেন্ডারের সহিত নির্ধারিত টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর অনু
াংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে অব
দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় টেন্ডার সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হই
কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন টেন্ডার গ্রহণ বাতিল অ
সকল টেন্ডার বাতিল করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। বিস্তারিত তথ্য অ
চলাকালীন সময়ে জানা যাইবে।

উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদং
টাংগাইল সদর, টাংগাইল।

জিডি-৪৪১/২০০১ (৬" × ২)